ছাত্র/ছাত্রীর পরিচিতি

ফটো

১) নাম -

শ্রেণি -　　বিভাগ -　　ক্রমিক নং -

২) জন্ম তারিখ -

৩) বিদ্যালয়ে ভর্তির তারিখ -

কোন শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে -

৪) পিতার নাম -

পেশা -

মাতার নাম -

ঠিকানা - গ্রাম -　　পোঃ-

গ্রাম পঞ্চায়েত -　　জেলা -

৫) কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত - সাধারণ/S.C./S.T./O.B.C-A/O.B.C-B/P.H

৬) এই শ্রেণিতে কত বছর পড়ছে -

৭) B.P.L. তালিকাভুক্ত কিনা ? -

৮) বাড়ীর ফোন নং -

অভিভাবক/অভিভাবিকার স্বাক্ষর
(তারিখ সহ)

ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর

বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সঙ্গীত

জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য-হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয় গাথা।
জন গণ মঙ্গল দায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাতীয় সংগীত গাইবার নিয়মাবলী

১। **সময়সীমা** ঃ- জাতীয় সংগীতের পূর্ণ সংস্করণ গাইতে প্রায় ৫২ সেকেন্ড সময় লাগে।

২। **দাঁড়ানোর নিয়ম** ঃ- জাতীয় সংগীত গাওয়া বা বাজানোর সময় উপস্থিত সবাইকে শিরদাঁড়া সোজা করে সাবধান ভঙ্গিতে দাঁড়াতে হবে।

৩। **দৃষ্টি ও ভঙ্গি** ঃ- যখন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সাথে সংগীত পরিবেশিত হয়, তখন সবার দৃষ্টি জাতীয় পতাকার দিকে থাকতে হবে। সংগীত চলাকালীন নড়াচড়া করা বা কথা বলা অনুচিত।

৪। **শুদ্ধতা** ঃ- সংগীতটি গাইবার সময় সঠিক উচ্চারণ ও সুর বজায় রাখা বাধ্যতামূলক।

বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সঙ্গীত

রাজ্য সঙ্গীত

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।।

বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান।।

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।।

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।।

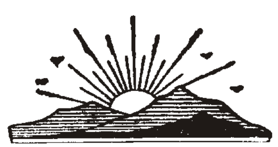

গুরুত্বপূর্ণ দিন

- ২৩শে জানুয়ারি – নেতাজীর জন্মদিবস
- ২৬শে জানুয়ারি – প্রজাতন্ত্র দিবস
- ফাল্গুন সংক্রান্তি (১৫ ই মার্চ) – পাগলীমায়ের জন্মোৎসব
- ২৫শে বৈশাখ – রবীন্দ্র জয়ন্তী
- ১১ই আগস্ট – শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান দিবস
- ১৫ই আগস্ট – স্বাধীনতা দিবস
- ৫ই সেপ্টেম্বর– শিক্ষক দিবস
- ২৬শে সেপ্টেম্বর– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস

সি.সি.টি.ভি. নজরদারীর ব্যবস্থা

ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলিত করার অভিপ্রায়ে বিদ্যালয় ক্যাম্পাস সি.সি.টি.ভি. নজরদারীর আওতাভুক্ত হয়েছে।

ই-লার্নিং ব্যবস্থা

পরিসর সংক্ষিপ্ত হলেও স্মার্ট ক্লাসরুমে ই-লার্নিং ব্যবস্থায় আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে মনোগ্রাহী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভোকেশনাল ট্রেনার

১।	শুভঙ্কর মারিক	বি.এস.সি, অটোমোবাইল	অটোমেটিভ
২।	ঋত্বিক ভকত	বি.এস.সি, এম.সি.এ. এমটেক (সি.এস.ই.)	আইটি

বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিভাগের শিক্ষকমন্ডলী

১।	শ্রী অভিজিৎ লাহা	বি.সি.এ,পি.জি.ডি.সি.এ,বি.এড্	চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক
২।	শ্রী বিধান চন্দ্র ঘাঁটা	পি.জি.ডি.সি.এ,এম.সি.এ,বি.এড্	চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক
৩।	শ্রী সন্দীপ রায়	এম.কম.(একাউন্টেন্সি)	আংশিক সময়ের শিক্ষক
৪।	শ্রী অনন্ত ভূঞ্যা	এম.এ.(বাংলা)	,,
৫।	শ্রী খোকন বাগরা	এম.এ.(ইংরাজী),বি.এড্	,,
৬।	শ্রী সুজিত ঘোষ	বি.এস.সি.অনার্স (রসায়নবিদ্যা)	,,

কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার প্রদান

১) নীহারবালা স্মৃতি পুরস্কার ঃ-

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতি স্নেহলতা চক্রবর্তী তাঁর স্বর্গীয় মায়ের নামে **'নীহারবালা স্মৃতি তহবিল'**-এ (৫০,০০০+৫০,০০০) এক লক্ষ টাকা দান করেছেন। এই অর্থের স্থায়ী আমানতের প্রাপ্ত বাৎসরিক সুদ থেকে প্রতি বছর পঞ্চম থেকে নবম ও মাধ্যমিক, প্রতি ক্লাসের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ৩ : ২ : ১ অনুপাতে নগদ অর্থে পুরস্কৃত করা হবে।

২) পাগলীমাতা স্কলারশিপ্ ঃ-

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ধলহারা পাগলীমাতা উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে **'পাগলীমাতা স্কলারশিপ্'** নামে বিশেষ ধরণের একটি স্কলারশিপ্ চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হল। এই স্কলারশিপে ৭০,০০০ টাকা (সত্তর হাজার) স্থায়ী আমানত থেকে প্রাপ্ত বাৎসরিক সুদ প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের নিম্নের শর্ত অনুযায়ী প্রদান করা হবে।

স্কুলের পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রত্যেক শ্রেণিতে বাৎসরিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির স্থানাধিকারীকে অর্থাৎ আট জনকে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাতটি বিষয়, প্রতিটি বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ স্থানাধিকারীকে অর্থাৎ সাত জনকে সমভাবে (১/১৫ অংশ করে) প্রাপ্ত সুদের টাকা বন্টন করা হবে।

৩) কালীপদ স্কলারশিপ্ ঃ-

প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষোত্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের (উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান শাখায়) পড়াশুনায় উৎসাহিত করার লক্ষে উদয় ভূঁইঞ্যা মহাশয় তাঁর বাবার নামে **'কালিপদ স্কলারশিপ্'** চালু করলেন। তিনি পঁচিশ হাজার টাকার (২৫,০০০) স্থায়ী আমানত করেন। তা থেকে বাৎসরিক প্রাপ্ত সুদ উচ্চ মাধ্যমিকে (বিজ্ঞান বিভাগ) প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে ৩ : ২ অনুপাতে প্রদান করা হবে।

ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নির্দেশাবলী

১) প্রতিদিনের সমবেত প্রার্থনা শুরুর ১০টা ৪০মিনিটের পূর্বেই বিদ্যালয়ে হাজির হতে হবে এবং প্রার্থনা সভায় ও বাণীপাঠে যোগদান এবং পাঠদানের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্কুলে থাকা বাধ্যতামূলক।

২) শিক্ষা দিবসের শতকরা ৭০ দিন কমপক্ষে উপস্থিত না থাকলে কোন পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

৩) পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে তপশিলী জাতি ও উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাশ্রী প্রকল্প রয়েছে, যার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও জাতীয় সার্টিফিকেট সহ ফর্ম পূরণ জরুরী।

৪) নবম ও দশম শ্রেণির তপশিলী জাতি ও উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের Online পদ্ধতিতে ফর্ম পূরণ করতে হয় যার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও জাতীয় সার্টিফিকেট প্রয়োজন।

৫) প্রতি বছর অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প -এর ফর্ম পূরণ করতে হয় যার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের পুনর্নবীকরণ করতে হয়।

৬) নবম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ হয়, ঐ ফর্ম পূরণ না করলে পরে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারবে না।

৭) দশম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন চেকলিস্ট -এ স্বাক্ষর করতে হয়, যাতে নিজের নাম সহ বিভিন্ন তথ্য নির্ভুল হয়ে যায়। এরপর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হয়।

৮) দশম শ্রেণিতে টেস্ট পরীক্ষার পরে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করতে হয়।

৯) সরস্বতী পূজার দিনে 'উর্বর' নামে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে, যার জন্য নিজের লেখা নির্দিষ্ট সময়ে জমা দেওয়া প্রয়োজন।

১০) যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসফল হয়, তারা যেন পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নির্দিষ্ট সময়ে ফর্ম পূরণ করে, অন্যথায় পরীক্ষা দেওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

১১) বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় সাইকেল তালা বন্ধ করে সারিবদ্ধ ভাবে রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের বাইরে অন্য কোন জায়গায় সাইকেল রাখা চলবে না।

১২) বর্ষপঞ্জী প্রত্যহ বিদ্যালয়ে আনতে হবে, প্রয়োজনে শ্রেণি শিক্ষক / শিক্ষিকার কাছে জমা দিতে হবে।

১৩) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক।

১৪) নির্ধারিত সময়ের ছুটির পূর্বে বিদ্যালয় ত্যাগ করা যাবে না এবং এরূপ চলতে থাকলে অভিভাবককে ডেকে T.C. দেওয়া হবে। নির্ধারিত সময়ের ছুটির পূর্বে বিদ্যালয় ত্যাগ করার প্রয়োজন হলে অভিভাবকের দরখাস্তের ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক ছুটি অনুমোদন করবেন।

১৫) মোবাইল ফোন ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

১৬) পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করলে একই শ্রেণিতে পুনরায় রেখে দেওয়া হবে।

১৭) সর্বোচ্চ উপস্থিতির উপর পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১৮) নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করে আসা বাধ্যতামূলক।

১৯) SC এবং ST ছাত্রদের সরকারী ব্যবস্থাপনায় আবাসিক পড়াশুনার সুযোগ আছে।

আমাদের কথা

পঠন-পাঠনের পারম্পর্যের ধারাবাহিক অভিযাত্রায় যেন বক্তার প্রায় স্বগতোক্তির মাধ্যমে পাগলীমায়ের স্নেহধন্য এই জ্ঞানবৃক্ষ ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আশ্রয়ে, যখন উদ্ভাসিত করছে মন ও মননের দীপ্তি-মনীষার ব্যাপ্তি, তখন সমূহ কর্মকাণ্ডটির অনুসঙ্গে শ্রমে ও বৈদগ্ধে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে আসে মন। কালের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাঁরা শুভকে জিতিয়ে যায়, মহাকাল তাঁদের এভাবেই মাথায় করে রাখে। ফেলে আসা দিনগুলিই আসলে অনাগত সময়ের প্রোজ্জ্বল দীপবর্তিকা। সেইসব দিনগুলি ছিল যেমন কঠিন ও কন্টকময়, তেমনই তা ছিল শপথদৃঢ়।

স্বাধীনতা লাভের মাহেন্দ্রক্ষণের শুভবর্ষে ১৯৪৭ সালে মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় ১৭ কিমি দুরে কেশপুর ব্লকের এই ধলহারা গ্রামীন অঙ্গণে আমাদের সকলের মাতৃসমা পাগলীমাতা একজন গৃহবধূ হয়েও সমাজহিতৈষীদের সঙ্গে নিয়ে শিক্ষার বাতি প্রজ্জ্বলিত করার অভিপ্রায়ে বিদ্যাচর্চার সূতিকাগার প্রতিষ্ঠার মত সৎ, পবিত্র ও মহৎ কাজটির সূচনা করেন, তা ক্রমোন্নতির ইতিহাসে সমকালীনতা বজায় রেখে আজও হয়ে আছে অনির্বাণ।

১৯৪৭ সালে পঠন-পাঠনের কাজ শুরু হলেও ১৯৫০ সালে (১.১.৫০ থেকে) সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য) এবং ১৯৫৯ সালে (১.৪.৫৯ সাল থেকে) জুনিয়র হাইস্কুল হিসাবে (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) স্বীকৃতি লাভ করে। উত্তরণের পর্যায়ে ১৯৬৬ সালে (১.১.৬৬ থেকে) মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে সরকারীভাবে স্বীকৃত হয় এবং তপশীল জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের জন্য ১৯৮২ সালে (২.১.৮২ থেকে) ছাত্রাবাস অনুমোদন লাভ করে। ২০০1 সালে (১.৭.০১ থেকে) একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির কলা বিভাগে শিক্ষাদানের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অনুমোদন লাভ করে। এই স্তরে বাংলা, ইংরাজী সহ ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল, সংস্কৃত, শিক্ষাবিজ্ঞান, পুষ্টিবিজ্ঞান, শারীরশিক্ষা, পরিবেশ বিদ্যা বিষয়ের উপর শিক্ষাদান চলছে। ২০০৭ সালে (১.৭.০৭ থেকে) বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়ের উপর শিক্ষাদান শুরু হয়েছে। ২০০৮ সালে (১.০৭.০৮ থেকে) ভোকেশনাল কোর্সের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের সূচনা হয়েছে যাতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তপশীল জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের বিনাব্যয়ে ছাত্রাবাসে থেকে লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়। কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতি, সর্বশিক্ষা মিশন ও অভিভাবকগণের আর্থিক সাহায্যের হাত ধরে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের কাজ চলছে।

খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক চর্চা, কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় দিবস যথাযোগ্য সমাদরের সঙ্গে পালনের মাধ্যমে বিদ্যা ও বিনোদনের সমন্বয় ঘটানো হয়। রাজ্যস্তরে ও সর্বভারতীয় স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর অবদানের পাশাপাশি গ্রামবাসীগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা বিদ্যালয়কে এমন এক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে যা আগামী দিনেও পাথেয় হয়ে থাকবে।

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতি বিধানে, ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনে মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, শিক্ষাকর্মী বন্ধুগণ ও সহৃদয় অভিভাবক-অভিভাবিকাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি।

তাং- ১লা জানুয়ারী, ২০২৫

নিবেদনান্তে -

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ

১।	শ্রী জয়ন্ত ঘোষ	এম.এ.(বাংলা) এম.সি.এ., বি.এড্	সহকারী প্রধান শিক্ষক ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক
২।	শ্রী সঞ্জীব কুমার পাল	এম.এ.(ইতিহাস) বি.এড্	সহশিক্ষক
৩।	শ্রী উত্তম কুমার দাস	এম.এ.(ইতিহাস), বি.পি.এড্	সহশিক্ষক
৪।	শ্রী কমলকান্ত হাঁসদা	এম.এ.(বাংলা), বি.এড্	সহশিক্ষক
৫।	শ্রী মানস কুমার কারক	এম.এ.(ভূগোল), বি.এড্	সহশিক্ষক
৬।	শ্রী উত্তম ঘড়া	বি.কম, বি.এড্ (কর্মশিক্ষা)	সহশিক্ষক
৭।	শ্রী রাজীব ঘোষ	বি.এ. বি.পি.এড্(ডিপ্লোমা ইন্ যোগা)	সহশিক্ষক
৮।	শ্রী শুভাশীষ ঘোড়াই	এম.এস.সি.(পদার্থবিদ্যা), বি.এড্	সহশিক্ষক
৯।	শ্রী সঞ্জিত বেরা	এম.এস.সি.(গণিত), বি.এড্	সহশিক্ষক
১০।	শ্রী রাজীব জানা	এম.এ.(শিক্ষা বিজ্ঞান), বি.এড্	সহশিক্ষক
১১।	শ্রী দীপক কুমার পাত্র	এম.এ.(ইংরাজী), বি.এড্	সহশিক্ষক
১২।	শ্রী সৌরভ হাজরা	এম.এ.(বাংলা), বি.এড্	সহশিক্ষক
১৩।	শ্রী দিবাকর সাউ	এম.এস.সি.(পদার্থবিদ্যা), বি.এড্	সহশিক্ষক
১৪।	শ্রী অভিনন্দন চক্রবর্তী	এম.এ.(ইংরাজী), বি.এড্	সহশিক্ষক
১৫।	ড. লোপামুদ্রা দাশ	এম.এস.সি.(উদ্ভিদবিদ্যা),বি.এড্,পি.এইচ.ডি.	সহশিক্ষিকা
১৬।	শ্রী সঞ্জিৎ কুমার জানা	এম.এ.(ইংরাজী),বি.এড্	সহশিক্ষক
১৭।	শ্রী অহিন সামন্ত	এম.এস.সি.(পদার্থবিদ্যা),বি.এড্	সহশিক্ষক
১৮।	শ্রী প্রবীরচন্দ্র কারক	এম.এ.(সংস্কৃত), বি.এড্	সহশিক্ষক
১৯।	শ্রী সমিত খান	এম.এস.সি.(রসায়নবিদ্যা),বি.এড্	সহশিক্ষক
২০।	শ্রী সাগুন হাঁসদা	এম.এ.(বাংলা),বি.এড্	সহশিক্ষক
২১।	শ্রী তাপস ব্যানার্জী	এম.এ.(ইংরাজী),বি.এড্,বি.এল.আই.এস.সি.	সহশিক্ষক
২২।	শ্রী অংশুমান ভট্টাচার্য্য	এম.এ.(ইংরাজী),বি.এড্	সহশিক্ষক
২৩।	শ্রী পল্লব ভূঞ্যা	এম.এ.(রাষ্ট্রবিজ্ঞান),বি.এড্	সহশিক্ষক
২৪।	সেক সামিম	এম.এ. অনার্স (ভুগোল), বি.এড্	সহশিক্ষক
২৫।	শ্রী শুভ্রদীপ সামন্ত	এম.এস.সি (গণিত), বি.এড্	সহশিক্ষক
২৬।	ড. শ্রেয়া মন্ডল	এম.এস.সি (পুষ্টিবিদ্যা), বি.এড্, পি.এইচ.ডি.	সহশিক্ষিকা
২৭।	শ্রীমতী সংঘমিত্রা সেন	এম.এ. (ইংরেজী), বি.এড্	সহশিক্ষিকা
২৮।	শ্রী তন্ময় দাস	বি.এস.সি (পিওর সায়েন্স) বি.এড্	সহশিক্ষক
২৯।	জাফর আলি	এম.এস.সি (পদার্থবিদ্যা), বি.এড্	সহশিক্ষক
৩০।	শ্রী সোমনাথ দাস অধিকারী	এম.এস.সি(পদার্থবিদ্যা), বি.এড্	সহশিক্ষক
৩১।	দিলদার আলি	বি.এস.সি (পিওর সায়েন্স), বি.এড্	সহশিক্ষক
৩২।	ড. দুলাল চন্দ্র ঘোষ	এম.এ.(সংস্কৃত) বি.এড.,এম.ফিল., পি.এইচ.ডি.	সহশিক্ষক
৩৩।	শ্রী অরিন্দম ভৌমিক	এম.এ. (ইংরেজি) বি.এড.	সহশিক্ষক

৩৪। প্রধান শিক্ষকের পদটি ১/৫/২৩ থেকে শূন্য রয়েছে।

৩৫। জীবনবিজ্ঞান বিষয়ের পদটি ১/১/২৩ থেকে শূন্য রয়েছে।

ঃঃ পার্শ্বশিক্ষক ও শিক্ষিকা ঃঃ

১। শ্রী অমল ভূঞ্যা বি.এ. (ইতিহাস) ডি.এল্.এড্.

২। নাসরিন বিলকিস বি.এ (ইংরাজী) ডি.এল্.এড্.

গ্রন্থাগারিক ১। জানুয়ারি,২০১৭ থেকে পদটি শূন্য রয়েছে।

ঃঃ শিক্ষাকর্মীবৃন্দ ঃঃ

১। শ্রীকান্ত বড়দোলই (করণিক)
২। শ্রী শুভ্রপ্রতীম সরেন (করণিক)

৩। শ্রী রতন মালি (ল্যাবরেটরী অ্যাটেন্ড্যান্ট)

৪। দপ্তরী - পদটি ১-১২-১৮ থেকে শূন্য রয়েছে।
৫। দপ্তরী - পদটি ১-১১-১৯ থেকে শূন্য রয়েছে।

৬। ম্যাট্রনের পদটি শূন্য রয়েছে।

ঃঃ কম্পিউটার ইনস্ট্রাকটর ঃঃ

১।শ্রী চিন্ময় রায় বি.এস.সি. অনার্স (শারীরবিদ্যা) ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন

পর্ব - তৃতীয়

সেপ্টেম্বর–ডিসেম্বর ২০২৬

১।	জন্মাষ্টমী	০৪/০৯/২৬	শুক্র	১
২।	শিক্ষক দিবস	০৫/০৯/২৬	শনি	পালনীয়
৩।	বিশ্বকর্মা পূজা	১৮/০৯/২৬	শুক্র	১
৪।	পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস	২৬/০৯/২৬	শনি	পালনীয়
৫।	গান্ধী জয়ন্তী	০২/১০/২৬	শুক্র	১
৬।	মহালয়া	১০/১০/২৬	শনি	১
৭।	পূজাবকাশ	১৫/১০/২৬ –১২/১১/২৬	বৃহঃ–বৃহঃ	২৫ (রবিবার বাদে)
৮।	বিরসামুন্ডার জন্মদিবস ও ছট পূজা	১৫–১৬/১১/২৬	রবি–সোম	১
৯।	জগদ্ধাত্রী পূজা	১৮/১১/২৬	বুধ	১
১০।	গুরুনানাকের জন্মদিন ও পার্শ্বনাথের রথযাত্রা	২৪/১১/২৬	মঙ্গল	১
১১।	বড়দিন	২৫-২৮/১২/২৬	শুক্র-সোম	৩
১২।	প্রধান শিক্ষকের বিবেচনাধীন			১

মোট ছুটি ৩৬ দিন

মোট ছুটি ঃ (১৬+১৩+৩৬) দিন = ৬৫ দিন

"শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।
যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত,
সে জাতি তত বেশী উন্নত।"
– স্বামী বিবেকানন্দ

৪) রঘুনাথ স্কলারশিপ্ ঃ-

প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষোত্তরে উচ্চমাধ্যমিক (কলা বিভাগ) ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দাতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সেনা মহাশয় তাঁর স্বর্গীয় বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে **'রঘুনাথ স্কলারশিপ্'** চালু করলেন।

ব্যাঙ্কে ২৫,০০০ টাকা স্থায়ী আমানত করে প্রাপ্ত সুদ বাৎসরিক হিসাবে ৩:২:১ অনুপাতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা (কলা বিভাগ)-এ সর্বোচ্চ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে নগদ অর্থে প্রদান করা হবে।

৫) দিলীপ সামন্ত স্কলারশিপ্ ঃ-

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় আরও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দাতা হিসাবে দিলীপ সামন্ত মহাশয় তাঁর নিজের নামে **'দিলীপ সামন্ত স্কলারশিপ্'** নামে চালু করেন।

ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা (১০,০০০) স্থায়ী আমানত করে প্রাপ্ত সুদ বাৎসরিক হিসাবে, মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারীকে নগদ অর্থে প্রদান করা হবে।

–ঃ এক নজরে ঃ–

পুরস্কারের নাম	সৌজন্যে / দাতা	শ্রেণি	স্থানাধিকারী	মোট পুরস্কার সংখ্যা পুরস্কার প্রকৃতি
নীহারবালা স্মৃতি পুরস্কার	শ্রীমতি স্নেহলতা চক্রবর্তী	পঞ্চম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি এবং মাধ্যমিক	প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়	১৮ (আঠারো) নগদ অর্থে ৩:২:১ অনুপাতে
পাগলীমাতা স্কলারশিপ্	স্কুল কর্তৃপক্ষ	পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি	প্রথম	১৫ (পনের) নগদ অর্থে মোট অর্থের ১/১৫ অংশ করে
কালীপদ স্কলারশিপ্	উদয় ভূঞ্যা	উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান বিভাগ)	প্রথম ও দ্বিতীয়	২ (দুই) নগদ অর্থ / সামগ্রী ৩:২ অনুপাতে
রঘুনাথ স্কলারশিপ্	রবীন্দ্রনাথ সেনা	উচ্চমাধ্যমিক (কলা বিভাগ)	প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়	৩ (তিন) নগদ অর্থে ৩:২:১ অনুপাতে
দিলীপ সামন্ত স্কলারশিপ্	দিলীপ সামন্ত	মাধ্যমিক	প্রথম	১ (এক) নগদ অর্থ

অভিভাবক-অভিভাবিকাগণের প্রতি অনুরোধ

১। নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির দিকে নজর রাখতে হবে।
২। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের জন্য সভা আহ্বান করা হলে সেই সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৩। ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে তার কারণ লিখে পরদিন পত্র পাঠাতে হবে।
৪। কোন শংসাপত্র প্রয়োজন হলে কমপক্ষে তিনদিন আগে লিখিত ভাবে আবেদন করবেন।
৫। পাঠোন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয় জানার জন্য শ্রেণি শিক্ষক / শিক্ষিকার সাথে মাসে অন্ততঃপক্ষে একবার যোগাযোগ করবেন।
৬। মোবাইল ফোন সঙ্গে দিয়ে পাঠাবেন না।

বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম

* ছাত্রদের সাদা-জামা ও নীল প্যান্ট।
* ছাত্রীদের কলার সহ সাদা হাফ হাতা জামা ও নীল রং-এর টিউনিক পরবে।
* ছাত্রীরা চুড়িদার পরলে সাদা রং-এর পরবে।
* পাজামা নীল রং -এর পরবে।

-ঃ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ-

জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ

-ঃ আন্তঃশ্রেণি ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ-

আগস্ট মাসের চতুর্থ সপ্তাহ

-ঃ শিক্ষামূলক ভ্রমণ (সকল ছাত্র-ছাত্রী) ঃ-

ডিসেম্বর মাস

-ঃ শিক্ষামূলক ভ্রমণ (দ্বাদশ শ্রেণি - ভূগোল) ঃ-

পূজাবকাশ পূর্বে

-ঃ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান ঃ-

জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ

সমস্ত তারিখই বিশেষ পরিস্থিতিতে পরিবর্তনযোগ্য।

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ বার্ষিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির ক্রমাণয়ে গ্রহণ করা হবে।

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ছুটির তালিকা

প্রয়োজনে ছুটির তালিকা পরিবর্তিত হতে পারে

১ম পর্ব

জানুয়ারি–এপ্রিল ২০২৬

ছুটির উপলক্ষ	তারিখ	বার	দিন সংখ্যা
১। ইংরাজী নববর্ষ	০১/০১/২৬	বৃহঃ	১
২। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস	১২/০১/২৬	সোম	১
৩। মকর সংক্রান্তি ও লক্ষ্মীপূজা	১৪–১৫/০১/২৬	বুধ–বৃহঃ	২
৪। সরস্বতী পূজা ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিবস	২৩/০১/২৬	শুক্র	পালনীয়
৫। সাধারণতন্ত্র দিবস	২৬/০১/২৬	সোম	১ (পালনীয়)
৬। সবে-ই-বরাত	০৪/০২/২৬	বুধ	১
৭। শিবরাত্রি	১৫/০২/২৬	রবি	–
৮। দোলযাত্রা ও হোলি উৎসব	০৩-০৪/০৩/২৬	মঙ্গল-বুধ	২
৯। পাগলীমায়ের জন্মোৎসব	১৫/০৩/২৬	রবি	পালনীয়
১০। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিবস	১৭/০৩/২৬	মঙ্গল	১
১১। ইদ-উল-ফিতর	২০–২১/০৩/২৬	শুক্র–শনি	২
১২। রামনবমী	২৭/০৩/২৬	শুক্র	১
১৩। মহাবীর জয়ন্তী	৩১/০৩/২৬	মঙ্গল	১
১৪। গুডফ্রাইডে	০৩/০৪/২৬	শুক্র	১
১৫। ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মদিবস ও বাংলা নববর্ষ	১৪-১৫/০৪/২৬	মঙ্গল-বুধ	২

মোট ছুটি ১৬ দিন

পর্ব - দ্বিতীয়

মে–আগস্ট ২০২৬

ছুটির উপলক্ষ	তারিখ	বার	দিন সংখ্যা
১। মে দিবস, বুদ্ধ পূর্ণিমা ও পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জন্মদিবস	০১/০৫/২৬	শুক্র	১
২। রবীন্দ্র জয়ন্তী	০৯/০৫/২৬	শনি	পালনীয়
৩। গ্রীষ্মাবকাশ ১১/০৫/২৬ থেকে	১৬/০৫/২৬	সোম–শুক্র	৬
৪। ইদ-উদ-জোহা (বকরি ঈদ)	২৭/০৫/২৬	বুধ	১
৫। মহরম	২৬/০৬/২৬	শুক্র	১
৬। রথযাত্রা	১৬/০৭/২৬	বৃহঃ	১
৭। শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান দিবস	১১/০৮/২৬	মঙ্গল	পালনীয়
৮। স্বাধীনতা দিবস	১৫/০৮/২৬	শনি	১ (পালনীয়)
৯। ফতেয়া দোহাজ দাহম	২৬/০৮/২৬	বুধ	১
১০। রাখী পূর্ণিমা	২৭/০৮/২৬	বৃহঃ	১

মোট ছুটি ১৩দিন

পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের পূর্ণমানের সামগ্রিক বিন্যাস

পঞ্চম শ্রেণি	প্রথম পর্যায়ক্রমিক	দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক	তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক	মোট
বাংলা	২০ নম্বর	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	১০০
ইংরেজি	২০ নম্বর	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	১০০
অঙ্ক	২০ নম্বর	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	১০০
পরিবেশ বিদ্যা	২০ নম্বর	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	১০০
স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা এবং কলাশিক্ষা	১০ + ১০ = ২০ নম্বর (ব্যবহারিক)	১৫ + ১৫ = ৩০ নম্বর (ব্যবহারিক)	২৫ + ২৫ = ৫০ নম্বর লিখিত - ২০ ব্যবহারিক - ৩০	১০০
যোগফল	১০০ নম্বর	১৫০ নম্বর	২৫০ নম্বর	৫০০

সর্বমোট নম্বর ১০০ + ১৫০ + ২৫০ = ৫০০ নম্বর

ষষ্ঠ শ্রেণি	প্রথম পর্যায়ক্রমিক	দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক	তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক	মোট
বাংলা	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	৭০ নম্বর	১৫০
ইংরেজি	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	৭০ নম্বর	১৫০
অঙ্ক	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	৭০ নম্বর	১৫০
পরিবেশ ও বিজ্ঞান	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	৭০ নম্বর	১৫০
পরিবেশ ও ইতিহাস	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	৭০ নম্বর	১৫০
পরিবেশ ও ভূগোল	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	৭০ নম্বর	১৫০
স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা এবং কলা ও কর্মশিক্ষা	৩০ (১৫+১৫) নম্বর লিখিত ১৫ লিখিত ১৫	(১৫+১০)x২=৫০ নম্বর লি. ১৫ ব্যবহারিক ১০ ব্যবহারিক ২৫	৭০ (৩৫+৩৫) নম্বর ৩৫ নম্বর ব্যা.২০ লি.১৫ ৩৫ নম্বর ব্যা. ২০ লি. ১৫	১৫০
যোগফল	২১০ নম্বর	৩৫০ নম্বর	৪৯০ নম্বর	১০৫০

সর্বমোট নম্বর ২১০ + ৩৫০ + ৪৯০ = ১০৫০ নম্বর

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি	প্রথম পর্যায়ক্রমিক	দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক	তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক	মোট
বাংলা	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	৭০ নম্বর	১৫০
ইংরেজি	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	৭০ নম্বর	১৫০
তৃতীয় ভাষা	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	৭০ নম্বর	১৫০
অঙ্ক	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	৭০ নম্বর	১৫০
পরিবেশ ও বিজ্ঞান	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	৭০ নম্বর	১৫০
পরিবেশ ও ইতিহাস	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	৭০ নম্বর	১৫০
পরিবেশ ও ভূগোল	৩০ নম্বর	৫০ নম্বর	৭০ নম্বর	১৫০
স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা এবং কলা ও কর্মশিক্ষা	৩০ নম্বর ১৫ নম্বর লিখিত ১৫ ১৫ নম্বর লিখিত ১৫	৫০ নম্বর ২৫ নম্বর লিখিত ২৫ ২৫ নম্বর লিখিত ২৫	৭০ নম্বর ৩৫ নম্বর ব্যা. ২০ লি.১৫ ৩৫ নম্বর ব্যা. ২০ লি. ১৫	১৫০
যোগফল	২৪০ নম্বর	৪০০ নম্বর	৫৬০ নম্বর	১২০০

সর্বমোট নম্বর ২৪০ + ৪০০ + ৫৬০ = ১২০০ নম্বর

মাধ্যমিক স্তরের (নবম ও দশম শ্রেণির) মূল্যায়ণ কাঠামো ও বিন্যাস

শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ (RITE Act, 2009) মোতাবেক নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন বা Continuous and Comprehensive Evaluation প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রেই একটি আবশ্যিক বিষয়। সেই অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ২০১৩ সাল থেকে CCE -র একটি নতুন কাঠামো, Peacock Model গৃহীত হয়েছে। গোটা রাজ্যের সমস্ত সরকারী, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত Peacock Model কে অনুসরণ করেই মূল্যায়ন সম্পন্ন হচ্ছে।

সেই ধারাকে অনুসরণ করে বিশেষজ্ঞ কমিটি মাধ্যমিক স্তরের (নবম ও দশম শ্রেণি) ক্ষেত্রে মূল্যায়ন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করতে প্রয়াসী। নতুন মূল্যায়ন কাঠামোয় অন্তবর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Internal Formative Evaluation) ও পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (Summative Evaluation) - দু'ধরনের মূল্যায়নের প্রেক্ষিত আছে।

বিষয়	বিষয় প্রতি পূর্ণমান (প্রথম পর্যায়)		বিষয় প্রতি পূর্ণমান (দ্বিতীয় পর্যায়)		বিষয় প্রতি পূর্ণমান (তৃতীয় পর্যায়)	
	পর্যায়ক্রমিক	অন্তবর্তী প্রস্তুতিকালীন	পর্যায়ক্রমিক	অন্তবর্তী প্রস্তুতিকালীন	পর্যায়ক্রমিক	অন্তবর্তী প্রস্তুতিকালীন
প্রথম ভাষা	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	90 (সময়: 3ঘঃ 15 মিঃ)	10
দ্বিতীয় ভাষা	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	90 (সময়: 3ঘঃ 15 মিঃ)	10
গণিত	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	90 (সময়: 3ঘঃ 15 মিঃ)	10
পদার্থ বিজ্ঞান ও পরিবেশ	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	90 (সময়: 3ঘঃ 15 মিঃ)	10
জীবন বিজ্ঞান ও পরিবেশ	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	90 (সময়: 3ঘঃ 15 মিঃ)	10
ইতিহাস	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	90 (সময়: 3ঘঃ 15 মিঃ)	10
ভূগোল ও পরিবেশ	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	40 (সময়: 1ঘঃ 30মিঃ)	10	90 (সময়: 3ঘঃ 15 মিঃ)	10
	280	70	280	70	630	70
	350		350		700	

পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন-এর দিন ও তারিখ, সময়-সারণি ও নম্বর বিভাজন—২০২৬		
প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন :	সম্ভাব্য সময় এপ্রিল এর দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে।	**পঞ্চম শ্রেণি :** পূর্ণমান—২০, সময়—৪০ মিনিট। (প্রতিটি বিষয়ই লিখিত।) কম্পোজিট প্রশ্নপত্র হবে। অর্থাৎ প্রশ্নপত্রের উপর উত্তর লিখতে হবে। **ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি :** পূর্ণমান – ৩০, সময় – ৬০ মিনিট। (প্রতিটি বিষয়ই লিখিত)। প্রচলিত প্রশ্নপত্র হবে। **নবম ও দশম শ্রেণি :** পূর্ণমান—৪০, সময় ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। (প্রতিটি বিষয়ই লিখিত।) প্রচলিত প্রশ্নপত্র হবে।
দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন :	সম্ভাব্য সময় আগষ্ট এর দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে।	**পঞ্চম শ্রেণি :** পূর্ণমান—৩০, সময়—৬০ মিনিট। (প্রতিটি বিষয়ই লিখিত।) **ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি :** পূর্ণমান – ৫০, সময় – ১ঘঃ ৪০ মিনিট। (প্রতিটি বিষয়ই লিখিত)। প্রচলিত প্রশ্নপত্র হবে। **নবম ও দশম ঃ শ্রেণি :** পূর্ণমান—৪০, সময় ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। (প্রতিটি বিষয়ই লিখিত।) প্রচলিত প্রশ্নপত্র হবে।
তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন :	সম্ভাব্য সময় নভেম্বর শেষ থেকে ডিসেম্বর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে। (একটি অর্ধে)	**পঞ্চম শ্রেণি :** পূর্ণমান—৫০, সময়—১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। (প্রতিটি বিষয়ই লিখিত।) প্রচলিত প্রশ্নপত্র হবে। **ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি :** পূর্ণমান—৭০, সময়—২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। (প্রতিটি বিষয়ই লিখিত।) প্রচলিত প্রশ্নপত্র হবে। **নবম শ্রেণি :** পূর্ণমান—৯০, সময় ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। (প্রতিটি বিষয়ই লিখিত।) প্রচলিত প্রশ্নপত্র হবে।

NAME OF THE EVALUATION	CLASS	SCHEDULE
প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ণ	পঞ্চম থেকে দশম	এপ্রিল, ২০২৬ প্রথম সপ্তাহ
দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ণ	পঞ্চম থেকে দশম	আগষ্ট, ২০২৬ প্রথম সপ্তাহ
তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ণ	পঞ্চম থেকে নবম	নভেম্বর, ২০২৬ শেষ সপ্তাহ
তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ণ অথবা মাধ্যমিক টেষ্ট পরীক্ষা	দশম	নভেম্বর, ২০২৬ চতুর্থ সপ্তাহ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন এবং গ্রেডিং ব্যবস্থা শুরু করেছেন (Memo No. Admin/139 dated 29.01.2013)। এই বৎসর অর্থাৎ ২০২৩ শিক্ষাবর্ষেও পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি-র জন্য প্রতি শ্রেণিতে প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন শুরু হবে। নীচে সার্বিক মূল্যায়নের জন্য গৃহীত কাঠামো দেওয়া হল—

শ্রেণি	প্রথম অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন	প্রথম পর্যায়ক্রমিক	দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন	দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক	তৃতীয় অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন	তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক
V	২০ x ৩ = ৬০	২০ (৪০ মিনিট)	২০ x ৩ = ৬০	৩০ (৬০ মিনিট)	২০ x ৩ = ৬০	৫০ (১ঘণ্টা ৩০ মিনিট)
VI, VII VIII	৩০ x ৩ = ৯০	৩০ (৬০ মিনিট)	৩০ x ৩ = ৯০	৫০ (১ঘঃ ৩০ মিনিট)	৩০ x ৩ = ৯০	৭০ (২ঘণ্টা ৩০ মিনিট)
IX X	১০ x ৭ = ৭০	৪০ (১ঘণ্টা ৩০মি.)	১০ x ৭ = ৭০	৪০ (১ঘণ্টা ৩০মি.)	১০ x ৭ = ৭০	৯০ (৩ ঘণ্টা)

পূর্ণমানের বিন্যাস

শ্রেণি	মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ পূর্ণমান	অন্তবর্তী প্রস্তুতিকালীন	পর্যায়ক্রমিক
V	**680**	**180**	**500**
VI	**1320**	**270**	**1050**
VII & VIII	**1470**	**270**	**1200**
IX, X	**1400**	**210**	**1190**

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০২০ শিক্ষাবর্ষে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষা পদ্ধতিকে (নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন) দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন এবং পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন।

বিদ্যালয়ে ছাত্র /ছাত্রীদের অনুপস্থিতির হিসাব

তারিখ	দিন সংখ্যা	অনুপস্থিতির কারণ	অভিভাবক / অভিভাবিকার স্বাক্ষর	শ্রেণি শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর

বিদ্যালয়ে ছাত্র /ছাত্রীদের উপস্থিতির হিসাব

মাস	কর্ম দিবস	উপস্থিতি	অনুপস্থিতি
জানুয়ারী			
ফেব্রুয়ারী			
মার্চ			
এপ্রিল			
মে			
জুন			
জুলাই			
আগস্ট			
সেপ্টেম্বর			
অক্টোবর			
নভেম্বর			
ডিসেম্বর			
মোট			

ছুটির পূর্বে বিদ্যালয় ত্যাগের কারণ

তারিখ	বিদ্যালয় ত্যাগের কারণ ও সময়	অভিভাবক / অভিভাবিকার স্বাক্ষর	শ্রেণি শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর

বিদ্যালয়ে ছাত্র /ছাত্রীদের অনুপস্থিতির হিসাব

তারিখ	দিন সংখ্যা	অনুপস্থিতির কারণ	অভিভাবক / অভিভাবিকার স্বাক্ষর	শ্রেণি শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর